দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সম্পাদক ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হাসপাতালে ভর্তি

দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক সাজু আহাম্মেদ রিংকু ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন। আজ শনিবার সকালে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসা দেওয়া নিয়ে টালবাহানা করার অভিযোগ মেডিকেল অফিসার ডাঃ হিরার বিরুদ্ধে।

জানাগেছে, কয়েক দিন ধরে উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারন সম্পাদক সাজু আহাম্মেদ রিংকু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে বাড়ীতে চিকিৎসা নিচ্ছিলেন। হঠাৎ শনিবার সকালে অবস্থার অবনতি হলে সকালে তাকে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে পরীক্ষা নিরিক্ষা শেষে তার ডেঙ্গেু পজেটিভ ধরাপড়ে। এসময় রোগীর পরিবারের লোকজন স্বাস্থ্য বিভাগের বহির্বিভাগের কর্মরত চিকিৎসক হীরা খাতুনের নিকট ব্যবস্থা পত্র দেখাতে গেলে তিনি ব্যবস্থা পত্র না দেখে ছুড়ে ফেলে দেন বলে অভিযোগ করছেন পরিবারের লোকজনসহ স্থানীয়রা।

এ বিষয়ে মেডিকেল অফিসার ডাঃ হীরা খাতুন বলেন, চিকিৎসাপত্র ছুড়ে ফেলে দেওয়া হয়নি। আমি ওটা সাইডে সরিয়ে রাখছিলাম। এছাড়া ও আজ শনিবার এই রোগী দেখার দায়ীত্ব আমার না। স্থানীয় লোকজন জানান, ডা: আচারন খারাপ হয়েগেছে। শুধু আজ এমন ঘটনা ঘটেছে তা নয় এর আগেও রুগীদের প্রতি অবহেলা সহ অসদআচরন করা হয়েছে। খবর ছড়িয়ে পড়লে খুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন পরিবারের লোকজন, স্থানীয়রা সহ ছাত্রলীগের সদস্যরা চিকিৎকের অপসারনসহ দৃষ্টান্ত মুলক সাস্তির জন্য মানব বন্ধন করবে বলে জানিয়েছেন।

স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মরত অনেকে তার বিরুদ্ধে খারাপ আচারন করার অভিযোগ তোলেন।

এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা ডা. হেলেনা আক্তার নিপা বলেন, বিষয় টি দুঃখ জনক রোগী দেখার দায়ীত্ব সকল চিকিৎসকের। আমি আগামি কালের মধ্যে হীরাকে ওখান থেকে সরানোর ব্যবস্থা করবো।

জীবননগরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৮তম শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে জীবননগরে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগরের আয়োজনে আজ শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর পৌরসভা চত্বরে ভারতীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মাধ্যমে উপজেলার ৮টি ইউনিয়ন ও একটি পৌর সভার ৪শতাধীক মানুষের ফ্রি চিকিৎসার প্রদান করা হয়। জীবননগর পৌর আওয়ামীলীগের সহসভাপতি মোঃ সেকেন্দার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন,চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগার টগর প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, চিকিৎসা মানুষের মৌলিক অধিকার। এ ভাবনা থেকেই বার বার অসহায় মানুষের ফ্রি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বাংলাদেশের অনেক ধনী ব্যাক্তি আছে যারা চিকিৎসার জন্য ভারতে যেয়ে থাকে।আমার নিবাচনী এলাকার অনেক অসহায় দরিদ্র মানুষ আছে যারা জটিল ও কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েও টাকার অভাবে ভারতে চিকিৎসা করাতে যেতে পারছে না ।সে কারনে জাতির পিতার শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রতিবছর ফ্রি চিকিৎসা ও ওষুধের ব্যবস্থা করে থাকি।এবার মিলে ৬বছর ধরে এ চিকিৎসার ব্যবস্থা করে আসছি।যত দিন বেচে থাকবো ততদিন জাতির পিতার শাহাদতবার্ষিকী উপলক্ষে এ চিকিৎসার ব্যবস্থা করবো ।
বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কলকাতার বিশেষায়িত এ্যাপোলো মাল্টি স্পেশালিস্ট হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ মেডিকেল টিমের প্রধান ডা. সূভোশিষ চক্রবর্তী (ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ) বলেন, আমরা ৬ সদস্যের মেডিকেল টিম বাংলাদেশে এসেছি। যারা হৃদরোগ, গাইনী, ক্যান্সার ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ। বাংলাদেশের মানুষের চিকিৎসার জন্য এ ধরনের মহতি উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আলী আজগার টগর এমপিকে অনেক ধন্যবাদ জানাই ।
এছাড়াও অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃরিয়াজুল ইসলাম, জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমান,দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, জীবননগর উপজেলা নিবাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ,জীবননগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সভাপতি গোলাম মোতুজা, জীবননগর পৌর সভার মেয়র মোঃ রফিকুল ইসলাম, দর্শনা পৌর সভার মেয়র মোঃ আতিয়ার রহমান হাবু,জেসিআইয়ের পরিচালক

মোঃ মুনতাসির আজগার আকাশ প্রমুখ।
ভারতীয় মেডিকেল বিশেষজ্ঞ টিমের সদস্যরা হলেন, কিডনি বিশেষজ্ঞ ডা. সুনিল, হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ আসফাক আহমেদ, গাইনী বিশেষজ্ঞ উতপল সেন, বন্ধ্যাত্ব বিশেষজ্ঞ আত্তারি পাল ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ সোভা চক্রবর্তী।
উক্ত অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন জীবননগর পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক পৌর মেয়র মোঃ জাহাঙ্গীর আলম।

মেহেরপুরে সরকারি শিক্ষক আওয়ামী লীগের কমিটিতে

মেহেরপুরের গাংনীর চৌগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আব্দুর রকিব শিক্ষকতার পাশাপাশি করেন রাজনীতি। নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে, সরকারী চাকুরী করলেও পাশাপাশি তিনি বর্তমান সরকার দলীয় সংগঠন মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ২৬ নম্বর সদস্য।

নবগঠিত মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের পুর্নাঙ্গ কমিটির প্রথম পরিচিতি সভাসহ জেলা কমিটির সভা সমাবেশ গুলিতে তার রয়েছে সরব উপস্থিতি। তবে তিনি বলছেন, তিনি নিজে জেলা কমিটির সদস্য নন। একই নামে অন্য এক আব্দুর রকিব জেলা আওয়ামী লীগের সদস্য। তবে জেলা আওয়ামী লীগ কমিটির পরিচিতি সভা ও অন্যান্য সভা সমাবেশে তার সরব উপস্থিতির কারনের কোন স্পষ্ট ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেন নি। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার বলেছেন তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা এর রাজনীতি ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ অংশে বলা আছে, সরকারি কর্মচারী কোনো রাজনৈতিক দলের বা রাজনৈতিক দলের কোনো অঙ্গসংগঠনের সদস্য হতে অথবা অন্য কোনোভাবে যুক্ত হতে পারবেন না অথবা বাংলাদেশ বা বিদেশে কোনো রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে বা কোনো প্রকারের সহায়তা করতে পারবেন না। অথচ সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা ভঙ্গ করে ওই শিক্ষক আওয়ামী লীগের সদস্য পদ পেয়েছেন।

এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে গাংনীর চৌগাছা সরকারী প্রাথমিক

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আব্দুর রকিব বলেন, ‘এই তথ্য আপনি কোথায় পেলেন? কথাটা সত্য নয়। আওয়ামী লীগের নতুন কমিটির পরিচিতি সভায় আমি শুভাকাঙ্খী হিসেবে সাধারণ সম্পাদক খালেক ভাইয়ের সাথে গেছিলাম। ঐদিন অনেকেই গেছিল। কমিটির সদস্য গাংনীর থানা পাড়ার রকিব। আমাদের দুইজনের নামের মিল আছে বলেই আপনারা এমন ভাবছেন।‘

এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলে মেহেরপুর জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার ভুপেশ রঞ্জন রায় বলেন,আব্দুর রকিব যে রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং জেলা আওয়ামী লীগের পদে আছে এটা আমার জানা নেই। তবে সরকারি চাকুরী করে কেউ কোন রাজনৈতিক সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হতে পারেন না, এইটা সরকারি কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালার পরিপন্থী। আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। অভিযোগ সত্য হলে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের ১ নম্বর সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী বলেন,’রকিব সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেকের ঘনিষ্ঠ, খালেকই তাকে জেলা কমিটিতে ঢুকিয়েছে। রকিব চাকুরি করে কিনা এবং ঠিক কি প্রক্রিয়াতে দলের কমিটিতে ঢুকল সেটা আমি জানি না।‘

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক আব্দুর রকিবের ব্যপারে কোন মন্তব্য না করে শুধু বলেন, ‘আব্দুর রাকিব স্কুল শিক্ষক, আমি তাকে চিনি।‘

মেহেরপুরে এম এ এস ইমনের পক্ষে লিফলেট বিতরণ

মেহেরপুর-১ আসনের আওয়মী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী এম এ এস ইমনের পক্ষে সদর উপজেলার চকশ্যামনগর, মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালি বাজার, দারিয়াপুর, পুরন্দরপুর, গৌরিনগর, কেদারগঞ্জবাজার, আনন্দবাস, বাগোয়ান, শিবপুর গ্রামে আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়ন চিত্র সম্বলিত লিফলেট বিতরণ করা হয়। একই সঙ্গে আগামী নির্বাচনে নৌকার পক্ষে ভোট প্রার্থনা করা হয়।

শুক্রবার বিকালে মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সদস্য বেলাল হোসেনের নেতৃত্বে ২ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি ফরিদ উদ্দিন,

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক লীগ সদস্য ফারুক মোল্লা, মোনাখালী ইউপি সদস্য ও সেচ্ছাসেবক লীগের মেহেরপুর জেলা শাখার নেতা রবিউল ইসলাম,, সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, ১ নং ওয়ার্ড, মেহেরপুর শহর শাখা ছাত্রলীগ ও মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের ছাত্রনেতা ইব্রাহীম (ইবু), আওয়ামী লীগ কর্মী সাজিবুর রহমান সানা, মনিরুজ্জামান ফাহিম, মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর, মাসুদ রানাসহ অনেক আওয়ামী লীগ ছাত্রলীগ যুবলীগ স্বেচ্ছাসেবক লীগ এর নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ

চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের পক্ষ থেকে আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাস ইউনিয়নের খাসকররায় মুসলিমা খাতুন এর বাড়িতে উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শুক্রবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজ পারভিন এর নেতৃত্ব মুসলিমা খাতুন এর বাড়িতে এই উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য হিসেবে নৌকায় মনোনয়ন প্রত্যাশি চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন এর নেতৃত্ব এই উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করা হয়। এ সময় তিনি উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখার জন্য আবারো নৌকা মার্কায় ভোট চান এবং তিনি নৌকার মনোনয়ন পেলে চুয়াডাঙ্গা জেলা বাসীর উন্নয়নের জন্য কাজ করবেন ও শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার জন্যও কাজ করবেন বলে জানান তিনি।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের সহ-সভপতি পূর্ণিমা হালদার,যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন ,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ

সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, আওয়ামী লীগ কর্মী সহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ

মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সমাবেশ

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌছে দিতে ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলা আমদহ ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের উদ্যোগে আমদহ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমাবেশের আয়োজন করা হয়।

আমদহ ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি রেহানা খাতুনের সভাপতিত্বে বাংলাদেশ যুব মহিলা লীগ মেহেরপুর শাখার সাধারণ সম্পাদিকা সম্পাদিকা রুথ শোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ যুব মহিলা লিগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য সৈয়দা মোনালিসা ইসলাম, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. কাজী শহিদুল হক, আমদহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান রওশন আলী।

আমাদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি লুৎফুন্নেছা লতা, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, আমদহ ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ আতিয়ার রহমান হিরা, জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক উপদেষ্টা ও আমদহ ৯ নম্বর ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি রুস্তম আলী, মেহেরপুর জেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার্সের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর

সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ সহ বিভিন্ন নেত্রী ও কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরের বুড়িপোতা ইউনিয়নে মতবিনিময় সভা ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ

শেখ হাসিনার উন্নয়নের ধারা পৌঁছে দিতে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে মতবিনিময় সভা ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণের আয়োজন করা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে মতবিনিময় সভা ও শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করা হয়।

বুড়িপোতা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শাহজামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপি।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক বারিকুল ইসলাম লিজন, সদর উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান আবুল হাসেম, মেহেরপুর সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, বুড়িপোতা ইউনিয়ন পরিষদের সচিব সানোয়ার হোসেন সানু, সদর থানা স্বেচ্ছাসেবক লীগের আহবায়ক সানোয়ার হোসেন, মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইম বাইজিদ সহ বিভিন্ন নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এ সময় ৭ টি এন্ড্রয়েড টিভি, ৭ টি সাউন্ড বক্স, ৪৮টি ফ্যান, ৬০টি ডাস্টবিন, ১০টি সাইকেল, ২৩টি সেলাই মেশিন, মোট সাড়ে আট লাখ টাকার শিক্ষাও উপকরণ সেলাই মেশিন বাদে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হয়।

চুয়াডাঙ্গার সার্বিক পরিস্থিতি তুলে ধরায় দিলীপ কুমার আগরওয়ালাকে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময় এবং সাক্ষাৎ করেছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য চুয়াডাঙ্গার কৃতী সন্তান দিলীপ কুমার আগরওয়ালা।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে গণভবনে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে আয়োজিত শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর সাথে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়। এসময় দিলীপ কুমার আগরওয়ালা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন, দলীয় নানা বিষয়সহ চুয়াডাঙ্গার সার্বিক পরিস্থিতি জাতির জনকের কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের ফাঁকে এ সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা হাসি মুখে দিলীপ কুমার আগরওয়ালার সব কথা মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং চুয়াডাঙ্গাবাসীর উন্নয়নে করা সকল কাজ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেন।

এরপর জন্মাষ্টমীর অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, এদেশে যারা জন্মগ্রহণ করেছেন তারা যে ধর্মেরই হোক, কেউই সংখ্যালঘু নয়।এদেশে সব ধর্মের মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। আর ধর্ম যার যার, উৎসব সবার-এই নীতিতে আওয়ামী লীগ সরকার বিশ্বাস করে। তাই নিজেদের সংখ্যালঘু না ভাবতে সনাতন ধর্মের মানুষের প্রতি আহ্বান জানান সরকার প্রধান।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার সব ধর্মের উন্নয়নে সমানভাবে কাজ করছে। মসজিদভিত্তিক শিক্ষার যেমন ব্যবস্থা করা হয়েছে, তেমনি মন্দিরভিত্তিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। হিন্দুরা মন্দিরে যাবে আর মুসলিমরা মসজিদে যাবে। সবার ধর্মের প্রাথমিক শিক্ষাও এখান থেকে নিশ্চিত হবে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও বলেন, শ্রী কৃষ্ণের আবির্ভাব হয়েছিল দুষ্টের দমন শিষ্টের লালনের জন্য। সেই শিক্ষা বাস্তবায়নের তাগিদ দেন সরকারপ্রধান। প্রধানমন্ত্রী বলেন, সব ধর্মের মর্মবাণী এক ও অভিন্ন। ভাষা হয়ত ভিন্ন হতে পারে। আমাদের দেশের কিছু মানুষ বিদেশে গিয়ে বাংলাদেশের বদনাম করে। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার আহ্বানও জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এবিষয়ে দিলীপ কুমার আগরওয়ালার সাথে যোগাযোগ করা হলে, তিনি এ প্রতিবেদককে বলেন, শুভ জন্মাষ্টমী উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আমন্ত্রণে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে গণভবনে গিয়েছিলাম। শুভেচ্ছা বিনিময় ও ফুলেল শুভেচ্ছা বিনিময়কালে প্রধানমন্ত্রীকে অনেক কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। আমি যখন আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও দলীয় নানা বিষয়সহ চুয়াডাঙ্গার সার্বিক পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করছিলাম, তখন ওনি খুব মনোযোগ দিয়ে আমার কথাগুলো শোনেন। এছাড়া গত দশ বছর যাবত চুয়াডাঙ্গা জেলায় আমি যেসব উন্নয়নমুলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছি সেবিষয়েও কিছুটা বলার সুযোগ প্রধানমন্ত্রী আমাকে দিয়েছিলেন। আমার সব কথা শোনার পর প্রধানমন্ত্রী হাসিমুখেই আমাকে নানা নির্দেশনা দেন। এছাড়া জননেত্রী তখন আমাকে আগামী দিনের পথচলার সকল নির্দেশনা প্রদান করেন এবং আরও বলেন আমি যেভাবে চুয়াডাঙ্গাবাসীর সঙ্গে আছি এবং তাদের উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছি সেই কাজ যেন অব্যাহত রাখি।

দিলীপ কুমার আরও বলেন, আমি জননেত্রীকে কথা দিয়েছি, আমরণ নৌকার পক্ষে এবং প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী রাখতে এবং দেশবাসীর উন্নয়নে কাজ করে যাব।

চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গায় যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার আইলহাস ইউনিয়নের কুটি পাইক যুব মহিলা লীগের উঠান বৈঠক ও কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় চুয়াডাঙ্গা যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজ পারভিন এর নেতৃত্ব বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে চারটার সময় রোকসানা ইয়াছমিন এর বাড়িতে এই উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় উঠান বৈঠক ও গণসংযোগ করে যুব মহিলা লীগের সভাপতি আফরোজা পারভিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়ন তুলে ধরেন ও লিফলেট বিতরণ করেন এবং আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনা সরকার ও নৌকা মার্কার পক্ষে ভোট চান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা যুব মহিলা লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলিজা খাতুন, সহ-সভাপতি- পূর্ণিমা হালদার,সদর উপজেলা যুব মহিলা লীগের সভাপতি-কাজলী আক্তার, সাংগঠনিক সম্পাদক সপ্না খাতুন চিনি, দামুড়হুদা উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান শাহেদা খাতুন,আলমডাঙ্গা উপজেলার যুব মহিলা লীগের সভাপতি মনিরা খাতুন,সাধারণ সম্পাদক জাহানারা খাতুন, চুয়াডাঙ্গা পৌর ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি-আরজিনা খাতুন, সাধারণ সম্পাদক বেবি, সাংগাঠনিক সম্পাদক মিতা রানী, ৬ নং ওয়ার্ড সভাপতি রুপালি, সাধারণ সম্পাদক ফাহিমা, ২নং ওয়ার্ড কমিটির অর্থ সম্পাদক শিউলি খাতুন, আওয়ামী লীগ কর্মী বসির উদ্দিন, আসের আলী, মহিলা মেম্বর সাবিয়া, তাপসি, মজিরন এছাড়াও অনান্য মহিলা মেম্বারসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা যুব মহিলা লীগের নেতৃবৃন্দ।

বিএনপি ক্ষমতায় থাকাকালে কোন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করতে পারিনি- জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ বলেছেন ২০০১ থেকে ২০০৬ সালে পর্যন্ত বিএনপি সরকারে থাকাকালে জনগনকে দেওয়া কোন প্রতিশ্রুত তারা বাস্তবায়ন করতে পারিনি। বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার তাদের

নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে ব্যস্ত ছিল। তাদের দুঃশাসন জনগন দেখেছে। তাদের শাসনামলে দেশে সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের উত্থান হয়েছিল। তারপর ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর দেশের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৭ সেপ্টেম্বর) বিকালে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের আয়োজনে উঠান বৈঠকে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন।

ফরহাদ হোসেন আরও বলেন, আগামী দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে ওই বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার আবারো ক্ষমতায় আসার জন্য বিভিন্ন ধরনের ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের মানুষকে জিম্মি করার চেষ্টা করছে। কিন্তু দেশের জনগন তা কখনই হতে দেবে না। আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মানুষ শান্তিতে বসবাস করতে পারে। একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত দেশে পরিমান উন্নয়ন হয়েছে তা বিশ্বের বুকে রোল মডেল। তাই এই উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে আগামী নির্বাচনে আবারো শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় আনার আহবান জানান ফরহাদ হোসেন।

দারিয়াপুর ইউনিয়ন যুব মহিলা লীগের সভাপতি শাহিনা খাতুনের সভাপতিত্বে উঠান বৈঠকে বিশেষ অথিতি হিসেবে বক্তব্য দেন কেন্ত্রীয় যুব মহিলা লীগের সহ সভাপতি মোনলিসা ইসলাম। উঠান বৈঠকে মেহেরপুর জেলা যুব মহিলা লীগের সাধারণ সম্পাদক রুতশোভা মন্ডলের সঞ্চালনায় মেহেরপুর সদর উপজেলার মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন্নেছা লতাসহ যুব মহিলা লীগের নেত্রীবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন।